তারিখ 04 JAN 1995
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩
দৈনিক ইত্তেফাক

ভর্তি সংকট ও শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ

দেশে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকাইলে কেবল সমস্যার চিত্রই আমাদের চোখে ভাসিয়া উঠে। কর্তৃপক্ষ অবশ্য এসব ব্যাপারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নির্বিকার। তাহারা হয়তো ভাবেন নীরব বা নির্বিকার থাকিই সমস্যা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়। কর্তৃপক্ষ প্রায় সর্বদাই দেশে শিক্ষা প্রসারের কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের এইসব বিরামহীন উচ্চারণ বাস্তবে রূপ লাভ করিতে দেখা যায় না। দেশে আগের তুলনায় শিক্ষার্থী তরুণ-তরুণীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা দেখিলে কেবল একটি প্রশ্নই করিতে ইচ্ছা করে, এই শিক্ষাবঞ্চিত দেশে শিক্ষার প্রসার হইবে কীভাবে? এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতি বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সমস্যা কেবল তাহাদের নয় তাহাদের অভিভাবকদেরও উদ্বিগ্ন ও বিচলিত করিয়া তোলে। যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না তাহাদের ভাগ্যে কী ঘটিবে তাহা কেহই কিছু জানে না। এমনকি যাহারা উত্তীর্ণ হয় কিংবা যাহারা প্রথম বিভাগেও উত্তীর্ণ হয়, দেখা যায়, প্রতি বছরই তাহাদেরও অনেকেই এই ভর্তি সমস্যার মুখে পড়িয়া চোখে অন্ধকার দেখিতে থাকে। শোনা যাইতেছে, এ বছর যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ১ লাখ শিক্ষার্থীই নাকি ডিগ্রি ক্লাসে ভর্তির সুযোগ পাইবে না। গত বছরেরও বহু শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ না পাইয়া বসিয়া আছে। তাহারা কোথায় যাইবে, তাহাদের ভবিষ্যৎইবা কী হইবে তাহা কেহই কিছু বলিতে পারে না। সত্যি বড় অদ্ভুত ব্যবস্থা। ১২ কোটি মানুষের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা সে অর্থে বাড়ে নাই বলিলেই চলে। রাজধানী ঢাকায়ই কি আরও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল না? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর ছয়-সাত দশকের মধ্যেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ঢাকায় কোন পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠে নাই। জাতি হিসাবে ইহা আমাদের জন্য গৌরবজনক নয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না হইলেও এই রাজধানী অঞ্চলে চোখ ধাঁধানে কত কিছুই তো গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশের বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সীমিত আসন সংখ্যার কারণে প্রতি বছরই বহু শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ইহার মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ভাল ফল করা বহু ছাত্রছাত্রীও রহিয়াছে। দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই সংকট স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ব্যাপক হতাশার জন্ম দিতেছে। দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও ডিগ্রি কলেজগুলিতে মোট আসন সংখ্যা ৬০ হাজারের মত। প্রকৌশল, মেডিক্যাল, কৃষি ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিলাইয়া আসন সংখ্যা ১৫ হাজারের কাছাকাছি। তাহা হইলে বাকি বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী কি করিবে?

অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, প্রশ্নটি কেবল উত্থাপন করা যায়, উত্তর পাওয়া যায় না। এই অবস্থা বছরের পর বছর ধরিয়া চলিতেছে। যে দেশে শিক্ষা প্রসার, উচ্চতর শিক্ষা ও উচ্চতর দক্ষতা সবচাইতে বড় জাতীয় প্রয়োজন, সে দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা শিক্ষার প্রসার ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগকেই যে ব্যাহত করিতেছে তাহা বোধ করি না বলিলেও চলে। তরুণদের মধ্যে হতাশা ও অস্থিরতার কথা আমরা প্রায়শই বলিয়া থাকি। কিন্তু তাহার তো কারণ একটি-দুইটি নয়। এই হতাশা, অসন্তোষ ও অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য আমাদের এই উদাসীন সমাজ ও আমাদের কর্তব্যবোধও কম দায়ী নয়। আর কোন সমাজে জীবনের প্রথম স্তরেই তরুণদের পদে পদে এভাবে বাধার সম্মুখীন হইতে হয়? এই হতভাগ্য সমাজে একটি কিশোর-তরুণ জীবন শুরুই করে পরীক্ষার পর পরীক্ষার মধ্য দিয়া, স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, পাস করিয়াও চাকরির সন্ধান করিতে গিয়া নানামুখী পরীক্ষায় এমনি সব বিচিত্র ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই বলিতে গেলে তাহার জীবন কাটে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, ইহা-ছাড়া অন্য কি উপায় আছে?

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে উপায় নাই সে কথা সত্য। কিন্তু সেই যুক্তিতে প্রতি বছর আমাদের জনগোষ্ঠীর সবচাইতে মূল্যবান অংশ তরুণ সমাজকে এভাবে অনিশ্চিত জীবনের হতাশার মধ্যে নিক্ষেপ করা যায় না। ভর্তির সুযোগ আরও সম্প্রসারিত করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক শিফট, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও রাজধানী ঢাকাসহ দেশে আরও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়া অবিলম্বে এব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।